দৈনিক ইত্তেফাক 16

তারিখ 09 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

দঃ বাংলার একমাত্র মেডিক্যাল কলেজ

বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মেডিক্যাল কলেজসমূহের মধ্যে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ অন্যতম। দীর্ঘ চেষ্টার পর কলেজটি স্বীকৃতি লাভ করে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর সদস্যপদ নবায়ন করিতে হয়। সেই অনুযায়ী দুই হাজার সাল আসার আগেই সদস্যপদ নবায়ন করিতে হইবে। প্রকাশিত খবর হইতে জানা যায় যে, বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজের সেই সদস্যপদই বাতিল হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। ইহার মূল প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণে অনিশ্চয়তা।

বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্যপদ পাওয়া ও নবায়নের জন্য জি এম সি'র অনুমোদন অপরিহার্য। জিএমসি'র শর্ত হইল সদস্য হওয়া ও নবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতালকে সাড়ে ৭ শত শয্যাবিশিষ্ট হইতে হইবে। বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ সাড়ে ৭ শত শয্যাবিশিষ্ট না হইলেও এতদিন সদর হাসপাতাল ছিল ইহার আওতাধীন। ফলে শর্ত পূরণ হওয়ায় লাভ করিয়াছিল স্বীকৃতি। কিন্তু হঠাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরিশালস্থ সদর হাসপাতালকে সিভিল সার্জনের অধীনে ন্যস্ত করেন। পরিণামে শর্ত পূরণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ দিকে আগামী বছরের মধ্যভাগে আসিতেছে জিএমসি'র একটি পরিদর্শক দল। পরিদর্শনকালে সাড়ে ৭ শত শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নয় বলিয়া প্রমাণিত হইলে সদস্যপদ রক্ষা করা হইবে দুরূহ। নিঃসন্দেহে ইহা অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুর্ভাগ্যজনক। যেখানে প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজকে বিদেশের স্বীকৃতি এবং স্কলারশীপ ও ফেলোশীপ পাওয়ার প্রশ্নে বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য করার জন্য চেষ্টা করা জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন—সেখানে দুই-তিনটি যাহা আছে তাহা বাতিল হইয়া যাওয়া সুখকর হইতে পারে না।

কোন্ বিচার-বিবেচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা কেবল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই বলিতে পারিবেন। তবে আমরা ইহার মধ্যে মঙ্গলের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না।

চিকিৎসা বিজ্ঞান অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। দেশে এমআরসি পি ও এফআরসিএস ডাক্তার বহু আছে। কিন্তু যথার্থ অর্থে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সীমিত সংখ্যকের বেশী নাই। সাধারণ এমবিবিএস-এর তুলনায় তাহাদের ব্যবস্থাপত্র অবশ্যই অনেক উন্নত। ফলে ফি বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে অস্বাভাবিক হওয়ার পরও ভিড় প্রচণ্ড। কাহারও কাহারও 'ডেট' পাইতে সপ্তাহ গড়াইয়া যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রোগীপিছু দুই মিনিটের বেশী ব্যয় করা হয় না। এই অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার সুযোগ আরও সংকুচিত হইলে পরিস্থিতি কি হইবে তাহা অতি সহজবোধ্য। বেসরকারী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া কাহারও কাহারও হয়তো ভাগ্য স্ফীত করা যাইবে, কিন্তু উন্নত চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত না হওয়ায় চিকিৎসাখাতে বিদেশে অর্থ পাচার থাকিবে নিরবচ্ছিন্ন। এমনকি অর্থ পাচারের অঙ্ক বর্তমানের বার্ষিক দেড়-দুইশত কোটি টাকার জায়গায় তিন-চারশত কোটি টাকা হইয়া পড়া বিচিত্র নয়। কারণ জীবন সবচেয়ে প্রিয়। যাহার সামর্থ্য আছে পরিস্থিতি উন্নত করা ছাড়া তাহাকে ধরিয়া রাখার উপায় নাই। তাই বিষয়টি আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ আয়ত ন বিশাল। এত জায়গা আছে যে, ইচ্ছা করিলে হাজার-বারশত শয্যার হাসপাতালে উন্নীত করা যায়। তবে ইহার জন্য প্রয়োজন অর্থ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীমণ্ডলী। তৎসঙ্গে লোকবল ও সাজ-সরঞ্জাম। ইচ্ছা করিলেই এক বছরের মধ্যে তাহা সম্ভব হইবে উহা বিশ্বাস করা যায় না। আর যায় না বলিয়াই উপস্থিত মত 'সাবেক হুকুম' বহাল রাখার বিকল্প নাই। সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিবেন ইহাই প্রত্যাশিত। পুরাতন এবং দক্ষিণ বাংলার একমাত্র নামকরা হাসপাতালটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিবিহীন হইয়া যাইবে কোনক্রমেই তাহা বাঞ্ছিত হইতে পারে না।